দরসে কোরআন

বই : দরসে কোরআন
সংকলক : **গবেষণা বিভাগ, দারুননাজাত মাদরাসা কিতাব বিভাগ**
পৃষ্ঠপোষক : অধ্যক্ষ, আ. খ. ম. আবু বকর সিদ্দীক (মা. জি. আ.)
প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০২৫ ইং
প্রকাশনায় : সিদ্দীকিয়া প্রকাশনী
: সারুলিয়া, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬১
✆ ০১৯২৩১৩০৫৬৫ (WhatsApp, telegram)

দরসে কোরআন

সংকলন

গবেষণা বিভাগ

দারুননাজাত মাদরাসা কিতাব বিভাগ

সম্পাদনা

মুহাম্মদ ফরিদ

শিক্ষক, দারুননাজাত মাদরাসা কিতাব বিভাগ

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
মুদ্রণে : মিরাজ কালার হাউজ, বাংলাবাজার, ঢাকা
: ✆ ০১৭১২৬০৮৭৫৯
অনলাইন পরিবেশক: rokomari.com - wafilife.com
Web : darunnazatkitabbivag.com
শাখা প্রতিষ্ঠানসমূহ: দারুননাজাত সেবা ফাউন্ডেশন (গৃহহীনদের জন্য ঘর নির্মাণ প্রকল্প),
: উলুমুল কোরআন ওয়াসসুন্নাহ ফেসবুক গ্রুপ (যে কোনো ধর্মীয় সমস্যা বা মাসআলার সমাধান), muslimdm.com উলুমুল কুরআন ওয়াসসুন্নাহ
: দারুননাজাত নৈশ মাদরাসা (জেনারেল শিক্ষিতদের জন্য নূরানী কায়দা থেকে বুখারী শরীফ পর্যন্ত, দৈনিক তিন ঘণ্টা করে সাত বছরে দাওরা কোর্স)।
Youtube : DMKB Official

নির্ধারিত মূল্য: ১০৫০ টাকা।

[সততা ও দক্ষতাই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ]

Page in actual:888, Forma: 111 , gms: 80 (offset)
Dorse Quran
By : Resesrch Center, Darunnazat Madrasah Kitab Bivag
published by : Siddikia Prokashoni, Bangladesh
E-mail : info.siddikia2024@gmail.com

উৎসর্গ

শহীদ সাইয়েদ আহমাদ বেরেলভী র. এর যোগ্য উত্তরসূরী, ভারতীয় উপমহাদেশের হেদায়েতের তিন ফল্গুধারা –ফুরফুরা-ছারছীনা, জৈনপুরী-ফুলতলী ও দেওবন্দীসহ সকল উলামায়ে রব্বানী- এর রফয়ে দারাজাত কামনায়।

أفضل العلم علم الحال ـــــ أفضل العمل حفظ الحال

এখনকার করণীয় জেনে বাস্তবায়ন করাই সর্বোত্তম ইলম।
এখনি গোনাহ থেকে বাঁচা সর্বোত্তম আমল।

(তা'লীমুল মুতাআল্লিম)

সম্পাদকীয়

একজন রাষ্ট্রপ্রধানের সাথে কথা বলতে পারা, একটু সময় তার সাথে থাকতে পারা, কতই না সুখের ও গর্বের বিষয়। কতজনেই তো এর জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। বিপদের সময় এতটুকু সময়কে বাঁচার অনেক বড় মাধ্যম হিসেবে পেশ করে। আর যারা নিয়মিত এ ধরনের মানুষদের সাথে চলাফেরা করে, তাদের কথায় তো পুরো দেশ পর্যন্ত প্রভাবিত হয়। এটিই বাস্তব।
বাদশার কথা, কথার বাদশা। যে যেমন দামী হয়, তার কথাও তত মূল্যবান হয়। আল্লাহ তাআলাই তো হলেন সকল বাদশার বাদশা। সকল প্রধানের স্রষ্টা। সকল কর্মের দ্রষ্টা। এখন একটু ভাবা দরকার, এ মহান সত্তার সাথে কিছু সময় কথা বলা কতটা মর্যাদার! আর দীর্ঘ সময় কথা বলা কতইনা মহাসম্মানের!

কোরআন তেলাওয়াত করার অর্থই হলো "মহান রবের সাথে কথা বলা।" কোরআন মেনে চলা মানেই "মহান আল্লাহ তাআলার সাথে চলাফেরা করা, ওঠাবসা করা।" তাহলে এবার ভেবে দেখুন শুধু কোরআন তেলাওয়াতের মর্যাদা কতটা মহান ও সুউচ্চ! কোরআন বুঝে পড়া হোক, আর না বুঝে পড়া হোক, সর্বাবস্থায় সাওয়াব পাওয়া যাবে। এটাই স্বীকৃত। এর ব্যতিক্রম মত পোষণকারী দিক-ভ্রান্ত।

এরপরও কোরআন বুঝার মর্যাদা আরো সুউচ্চে। এজন্য আল্লাহ তায়ালা বারবার বললেন, فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. سورة القمر:١٧ অর্থাৎ তোমরা কোরআন বুঝে পড়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাও। আরবি ভাষা যেহেতু সৃষ্টির প্রতিটি ভাব ও স্তরকে স্বতন্ত্রভাবে ধারণ করে, তাই আল্লাহ তায়ালা কোরআনকে আরবি ভাষাতেই নাযিল করেছেন। যেন মানুষ পূর্ণরূপে বুঝে বুঝে কোরআন পড়তে পারে।

আর নাহু-সরফ, বালাগাত-মানতিক এবং উসূলসহ আরো বহু শাস্ত্র আয়ত্ত করতে হয় এই কোরআন বুঝার জন্য। কোরআন বুঝার প্রথম ধাপ হলো অনুবাদটুকু বুঝতে পারা। এজন্য আমরা কয়েকটি স্তরে আমাদের এই কাজ সাজিয়েছি। প্রথমেই আমরা শব্দ বিশ্লেষণ এনেছি। প্রতিটি اسم এর واحد ও جمع প্রতিটি فعل এর মূল রূপ ও موزون به উল্লেখ করে তাহকিক পেশ করেছি। সাথে সাথে শব্দার্থও বলে দিয়েছি। এর মাধ্যমে আয়াতের অনুবাদ অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে।

এক আয়াতের সাথে অন্য আয়াতের مناسبات তথা মিল না জানার কারণে অনুবাদের স্বাদ পেতে বিলম্ব হয়। তাই আমরা প্রতিটি আয়াত গুচ্ছের পারস্পরিক মিল ও সম্পর্ক উল্লেখ করেছি। কোরআনে কারীমের বর্ণনাভঙ্গি সর্বাধুনিক। এর শব্দচয়ন খুবই শিক্ষাবৃত্তিক। তাই শব্দ চয়ন ও আগ-পর করার কারণ না জানলে অনুবাদের যেহনী মজা পাওয়া যায় না। তাই আমরা এখানে وجوه (উজুহ) নামে বিভিন্ন কারণের সমাধান করেছি।

এরপর শানে নুযূল, ফিকহ ও আকীদা উল্লেখ করে অনুবাদকে আরেকটু সুসজ্জিত করার চেষ্টা করেছি। প্রথম খন্ডের শুরুতে আমরা কোরআনের আকিদা, কোরআনের কাওয়ায়েদ, কোরআনের ফজিলত ও উলুমুল কোরআনের সংক্ষিপ্ত রিসালা যুক্ত করেছি। তালিবুল ইলমরা যেন সহজেই উপকৃত হতে পারে, সে জন্য আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

এ কাজে আমাদের খুব একটা রচনা নেই। পুরোটাই সংকলন মাত্র। তাহকিক এর জন্য আমরা প্রায় ১০-১২টি معجم দেখেছি। অনুবাদটি আল্লামা তাকি ওসমানী হুজুরের তাওযীহুল কুরআন থেকে নিয়েছি, যা মুসলিম বাংলা ওয়েব সাইটে পাওয়া যায়। এর কর্তৃপক্ষকে আমরা আন্তরিকভাবে মোবারকবাদ জানাই।

তাফসীরে বায়জাবি, হাসিয়াতু শায়খ জাদা, নাজমুদ্দুরার ফি তানাসুবিল আয়াতি ওয়াস্‌সুয়ার ও আল কুরআনুল কারীম তাদাব্বুরুন ওয়া আমালুন থেকে مناسبات ও وجوه সংগ্রহ করেছি। ইমাম সুয়ূতি ও ওয়াহেদী র. এর আসবাবুন নুযূল থেকে শানে নুযূল সংগ্রহ করেছি। ইবনে জুজাই কালবী র. এর আন নুরুল মুবিন, ইমাম আবু মনসুর মাতুরিদির র. এর তা'বিলাতু আহলে সুন্নাহ এবং তাফসীরে বায়জাবি থেকে আকিদা সংকলন করেছি। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত, ফতওয়া ও মাসায়েল থেকে সংগ্রহ করেছি ফিকহুল আয়াত তথা আয়াত সংশ্লিষ্ট ফিকহ।

চারজন গবেষক এই মহান কাজে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন। তারা হলেন, মুফতি নাজমুল ইসলাম, মুফতি আব্দুল্লাহ আল মামুন, মুফতি জুবায়ের আহমাদ ও মুফতি রায়হান মাহবুব। তাদের ইখলাস ও ইখতিসাসের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ কাজের সুযোগ দান করেছেন।

দারুননাজাত গবেষণা বিভাগ এ ধরনের কাজের মাধ্যমে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ হাসিল করতে চায়। আল্লাহ তাআলাইই তাওফিকদাতা। আমাদের অযোগ্যতার কারণে অনেক ভুল ত্রুটি থেকে যেতে পারে। তাই পাঠকবৃন্দের কাছে সুপরামর্শ কামনা করছি।

মুহাম্মদ ফরিদ
শিক্ষক
দারুননাজাত মাদরাসা কিতাব বিভাগ

সূরা নিসা

সূরা নিসা

আয়াত: ১৭৬; রুকু: ২৪

নামকরণ:

এ সূরায় নারীদের সংশ্লিষ্ট আলোচনা বেশি পরিমাণে উল্লেখ থাকার কারণে এ সূরাকে সূরা নিসা হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে।

তবে সূরা তালাক-এর মধ্যেও নারীদের আলোচনা বর্ণিত হয়েছে। এজন্য সূরা নিসাকে বলা হয় (সূরা নিসা কুবরা) আর সূরা তালাককে বলা হয় (সূরা নিসা সুগরা)। (সফওয়াতুত তাফাসীর)

ফযিলত:

৩১, ৪০, ৪৮, ৬৪ এবং ১১০ নং আয়াত

عن عبد اللهِ بن مَسعود رضِي اللهُ عنه، قال: إنَّ في النِّساء خمسَ آيات، ما يسرُّني بهنَّ الدُّنيا وما فيها، وقد علِمتُ أنَّ العلماء إذا مرُّوا بها يعرفونها: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا [النساء: ٣١] ، وقوله: إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا [النساء: ٤٠]، وقوله: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء: ٤٨] ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا [النساء: ٦٤] ، وقوله: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا [النساء: ١١٠]

অর্থ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, সূরা নিসায় পাঁচটি আয়াত রয়েছে, সমগ্র দুনিয়া এবং এর মধ্যবর্তী যা কিছু আছে সবকিছুর চেয়ে ওগুলো আমার কাছে বেশি পছন্দের। আর আমি জানি, আলিমগণ যখন আয়াতগুলো (তিলাওয়াত করার মাধ্যমে) অতিক্রম করবে, তাঁরা সেগুলো চিনতে পারবে। আয়াতগুলো হলো, ৩১, ৪০, ৪৮, ৬৪ এবং ১১০। (তাবারানী, ৯০৬৯; হাদীসের মান: **সহীহ**)

সূরা নিসার ৪১ নং আয়াতের গুরুত্ব ও ফযিলত:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اقْرَأْ عَلَيَّ. قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ: آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَرَأْتُ سُوْرَةَ النِّسَاءِ حَتَّى أَتَيْتُ إِلَى هَذِهِ الآيَةِ: فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيْدًا. قَالَ حَسْبُكَ الْآنَ فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ.

অর্থ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, একদিন নবীজি সা. আমাকে বললেন, তুমি কোরআন পাঠ করো। আমি আরয করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনার কাছে কোরআন পাঠ করব? অথচ তা তো আপনার ওপরই অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর আমি সূরা নিসা পাঠ করলাম। যখন আমি এই আয়াত পর্যন্ত আসলাম,

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيْدًا

নবী সা. বললেন, حسبك الآن বা আপাতত যথেষ্ট হয়েছে। আমি তাঁর চেহারার দিকে তাকালাম, দেখলাম, তাঁর চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে। (সহীহ বুখারী, ৫০৫০)

সূরা আলে ইমরান এবং সূরা নিসার মাঝে مناسبة:

বিভিন্ন দিক থেকে সূরা আলে ইমরান এবং সূরা নিসার মাঝে مناسبة রয়েছে।

প্রথমত, সূরা আলে ইমরানের সমাপ্তি হয়েছে تقوى এর আদেশ দিয়ে। আল্লাহ তাআলা বলেন, واتقوا الله لعلكم تفلحون, অনুরূপ সূরা নিসার সূচনা হয়েছে তাকওয়া অবলম্বনের আদেশের মাধমে। সূরার শুরুতে এসেছে, يا أيها الناس اتقوا ربكم

দ্বিতীয়ত, সূরা আলে ইমরানে গযওয়ায়ে উহুদ এর বিস্তারিত আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে। আর সূরা নিসায় উহুদ যুদ্ধের শেষের ঘটনাবলি আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয়ত, সূরা আলে ইমরানে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আকাশে উঠিয়ে নেয়ার বর্ণনা এসেছে। অপরদিকে সূরা নিসায় হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যাপারে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বানোয়াট আকিদা খণ্ডন করা হয়েছে।

বিষয়বস্তু

আয়াত	আলোচ্য বিষয়
০১	আল্লাহ তাআলার তাওহিদ, মানব সৃষ্টির ইতিহাস, আত্মীয়তার সম্পর্কের গুরুত্ব।
০২-০৬	ইসলামের সামাজিক বিধিমালা, এতিমদের সম্পদ সংরক্ষণ এবং আত্মসাৎ না করার নির্দেশ, ইসলামে শর্তসাপেক্ষে চারটি পর্যন্ত বিয়ে করার অনুমতি, মোহরানা আদায় করার আবশ্যকতা, সম্পদের যথেচ্ছা ব্যবহার থেকে বিরত থাকা।
০৭-১০	উত্তরাধিকার সম্পত্তি প্রাপ্তির ভিত্তি আত্মীয়তা সম্পর্ক, এতিমদের সম্পদ আত্মসাতের ভয়াবহ পরিণতি, উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনের উত্তম পদ্ধতি।
১১-১২	উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনের বিস্তারিত বিবরণ।
১৩-১৪	আল্লাহ তাআলার আনুগত্য জান্নাত লাভের উপায়, আল্লাহ তাআলার আদেশের সীমালঙ্ঘন জাহান্নামে যাওয়ার কারণ।
১৫-১৬	যিনা-ব্যভিচারের প্রাথমিক শাস্তির আলোচনা, কোরআন মাজিদে নসখ হওয়ার দলিল, ইসলামী শরীয়তের পর্যায়ক্রমিক নীতি অনুসরণ।
১৭-১৮	তাওবা কবুলের শর্ত, তাওবা কবুল হবে না যাদের, কাফেদের ভয়াবহ পরিণতি।
১৯-২১	পারিবারিক বিধিবিধান, স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক, মহিলাদের মোহরানা এবং উত্তরাধিকার সম্পত্তি প্রদানে গড়িমসি না করা, স্ত্রীদের সাথে ইনসাফপূর্ণ আচরণ।
২২-২৪	যেসব মহিলাদের বিবাহ করা বৈধ নয় তাদের বিস্তারিত বিবরণ, সামাজিক বিধিমালা, বিবাহের উদ্দেশ্য, মোহরানা আদায়।
২৫	দাসী মহিলাদের বিবাহ, মোহরানা, শাস্তি এবং এ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিধিমালা।
২৬-২৮	বান্দার ওপর আল্লাহ তাআলার অপার দয়া-অনুগ্রহ, তাওবা, হেদায়াত।
২৯-৩০	সম্পদ আত্মসাৎ করা হারাম, ব্যবসা-বাণিজ্যের মূলনীতি।
৩১	কবিরা গুনাহের আলোচনা, কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার ফযিলত।
৩২-৩৩	পারিবারিক বিধিবিধান, সম্পদের ওপর নারী-পুরুষের অধিকার, হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করা ইসলামী শরীয়তে বৈধ নয়।
৩৪-৩৫	ইসলামী সমাজনীতি, পরিবার পরিচালনা, স্বামী স্ত্রীর মাঝে মনোমালিন্য এবং ঝগড়ার সমাধান পদ্ধতি, স্ত্রীর অবাধ্য হলে করণীয়।
৩৬-৪০	আল্লাহ তাআলার ইবাদত, সামাজিক বিধিমালা, বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজনের হক আদায়, সম্পদ ব্যয় করার পদ্ধতি।
৪১-৪২	আল্লাহ তাআলার নিকট নবীজি ﷺ এর মর্যাদা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতার পরিণাম।

৪৩	নামাজের আহকাম, মদ্যপান হারাম, তায়াম্মুমের বিধি ও বৈধতা।
৪৪-৪৬	আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের আলোচনা, ইহুদি সম্প্রদায়ের পথভ্রষ্টতা এবং আসমানী কিতাব বিকৃত করা, উম্মতে মুহাম্মদীর সাথে ইহুদি সম্প্রদায়ের শত্রুতা।
৪৭-৪৮	ইহুদি সম্প্রদায়ের জন্য সাবধান বাণী, শনিবারে সীমালঙ্ঘনের পরিণাম, শিরক এর আলোচনা।
৪৯-৫০	নিজেকে নিজে ভালো না বলা, আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে মিথ্যাচার।
৫১-৫৫	ইহুদি সম্প্রদায়ের অবাধ্যতার ঘটনা, তাদের ওপর আল্লাহ তাআলার লা'নত, ইহুদি সম্প্রদায়ের বদ গুণ।
৫৬-৫৭	আল্লাহ তাআলার আয়াত অস্বীকার করার কারণে কাফেররা জাহান্নামে যাবে, জাহান্নামের শাস্তির বর্ণনা, জান্নাতের বর্ণনা, মুমিন বান্দাদের পুরস্কার চিরস্থায়ী জান্নাত।
৫৮-৫৯	আমানত রক্ষা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য, উলুল আমরের শর্তসাপেক্ষ অনুসরণ, ইখতিলাফ হলে করণীয়, কিয়াস শরিয়তের দলিল ।
৬০-৬৩	মুনাফিকদের আলোচনা, আল্লাহর কিতাব ছেড়ে তাগুতের কাছে বিচার ফায়সালা চাওয়া মুনাফিকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
৬৪-৬৫	রাসূলের অনুসরণ, গুনাহ মাফ করানোর উপায়, সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ফায়সালা মেনে নেয়া ঈমানের আলামত।
৬৬-৭০	ইসলামী শরিয়ত সহজ এবং স্বভাবজাত, হেদায়াতের মালিক আল্লাহ তাআলা, আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহ পাওয়ার উপায়, নিয়ামত প্রাপ্ত বান্দাদের বর্ণনা।
৭১-৭৩	আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের দিকনির্দেশনা এবং উৎসাহ প্রদান, আত্মার পরিশুদ্ধি।
৭৪-৭৬	জিহাদ ফরয হওয়ার উদ্দেশ্য, জিহাদের ফযিলত।
৭৭-৭৯	মুমিন বান্দারা আল্লাহর সাহায্যে শক্তিশালী, মৃত্যুর সময় নির্ধারিত, মানুষের জন্য যা কিছু ভালো ও কল্যাণের তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, অকল্যাণ আসে মানুষের কৃতকর্মের শাস্তি হিসেবে।
৮০-৮৪	নবীজি ﷺ এর আনুগত্যই আল্লাহ তাআলার আনুগত্য, মুনাফিকদের স্বরূপ উন্মোচন, কোরআন আল্লাহর কিতাব, জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা।
৮৫-৮৭	ইসলামের সামাজিক বিধিমালা, সুপারিশ করার মূলনীতি, ইসলামী সম্ভাষণ, তাওহিদ, রিসালাত এবং আখিরাতের আলোচনা।
৮৮-৮৯	মুনাফিকদের আলোচনা, ইসলামে বন্ধু নির্বাচনের মূলনীতি।

৯০-৯১	অঙ্গীকার পূরণ করার বাধ্যবাধকতা, জিহাদের বিধিবিধান।
৯২-৯৩	মুমিন বান্দার জীবনের মূল্য, হত্যা হারাম, ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ভুলে হত্যার হুকুম, শাস্তি, বিধান।
৯৪	দুনিয়ার যাবতীয় বিচার ফায়সালা হবে বাহ্যিক অবস্থার ভিত্তিতে, কারো মনে কী আছে তা দেখে বিচার করার সুযোগ নেই।
৯৫-৯৬	আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের ফযিলত, মুজাহিদের মর্যাদার স্তরবিন্যাস।
৯৭-১০০	হিজরতের বিধান, আবশ্যকতা।
১০১-১০৩	সালাত হিফাজতের নির্দেশ, সালাতুল খওফ বা ভয়ের সময়ের সালাত, সালাতুল কসর বা সফর অবস্থায় সালাত, সার্বক্ষণিক আল্লাহ তাআলার যিকর করা, সতর্কতা অবলম্বন করা।
১০৪	আত্মিক শক্তি অর্জন করা।
১০৫	ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, অপরাধীর পক্ষাবলম্বন না করা।
১০৬-১০৯	মুনাফিকদের আলামত, কার্যক্রম, আল্লাহ তাআলার কাছে তারাই সুপারিশ করবে যাদেরকে অনুমতি প্রদান করা হবে।
১১০-১১২	আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, নিজের পাপ অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়া বড় পাপ।
১১৩	আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নবীজি ﷺ কে হেফাজত করা।
১১৪-১১৫	দান-সদকা, ভালো কাজের প্রতি আদেশ, মানুষের মাঝে মিমাংসা করার কথাই ভালো কথা, নবীজি ﷺ এর অনুসরণই মুমিনের একমাত্র পথ।
১১৬	শিরকের গুনাহ মাফ করা হয় না, শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি পথভ্রষ্টতার চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
১১৭-১২১	আল্লাহ তাআলা সন্তান গ্রহণ থেকে পবিত্র, শরিয়ত অমান্য করা শয়তানের অনুসরণ করার মতোই, শয়তানের অনুসরণ করার পরিণতি।
১২২-১২৬	আল্লাহ তাআলার প্রতি বিশ্বাস এবং নেক আমল জান্নাত লাভের উপায়, মুমিন পুরুষ এবং মহিলা উভয়েই জান্নাতে প্রবেশ করবে, হযরত ইবরাহিম আ. পাক্কা মুমিন ছিলেন, সর্বময় ক্ষমতার একমাত্র মালিক আল্লাহ তাআলা।
১২৭	দুর্বলের অধিকার রক্ষায় গুরুত্বারোপ।
১২৮-১৩০	স্বামী স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া মিটিয়ে দেয়া, একাধিক স্ত্রী থাকলে সবার প্রতি ইনসাফপূর্ণ আচরণ করা।

১৩১-১৩৪	তাকওয়া অবলম্বন, এক আল্লাহর ইবাদত করা, আল্লাহ তাআলার কাছে আখিরাতের উত্তম প্রতিদান কামনা করা।
১৩৫-১৩৬	একজন মুসলিমের ব্যক্তিত্ব বোধ, ন্যায়পরায়ণতা, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, আরকানুল ঈমান বা ঈমানের মৌলিক বিষয়াদি।
১৩৭-১৩৯	নিফাকি এবং মুনাফিক, মুনাফিকের শাস্তি, ঈমান ও কুফরের মাঝে দোদুল্যমান অবস্থা, মুনাফিকরা ঈমানদার বান্দার শত্রু।
১৪০	আল্লাহ তাআলার আয়াত ও বিধান নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করার পরিণতি, বিধর্মীদের সাথে দহরম মহরম সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা, মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য।
১৪১-১৪৩	মুনাফিকদের দোদুল্যমান অবস্থা, মুমিনগণের সাথে মুনাফিকদের প্রতারণা
১৪৪-১৪৫	মুনাফিকদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা নিষেধ, মুনাফিকদের শাস্তির বর্ণনা।
১৪৬-১৪৭	তাওবা কবুলের শর্ত, বান্দার প্রতি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের বর্ণনা।
১৪৮-১৪৯	ইসলামী সমাজের আদব কায়দা, মন্দ ও অশ্লীল কথা বলা নিষেধ, কথার মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করা নিষেধ।
১৫০-১৫২	দ্বীনের মৌলিক কোনো আকিদা বা আহকাম অস্বীকার করার অর্থ আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করা, আংশিক ঈমান মূল্যহীন, মুমিন বান্দাদের পুরস্কার।
১৫৩-১৬১	আহলে কিতাব তথা ইহুদি এবং খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের আলোচনা, নবীগণের সাথে তাদের ব্যবহার, আল্লাহ তাআলার সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করা এবং ভ্রান্ত আকিদা বিশ্বাসের বর্ণনা, বিভিন্ন আহকাম এবং তাদের পরিণতি।
১৬২	মুমিন বান্দার গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য, আলিমগণের বৈশিষ্ট্য এবং তাদের উত্তম প্রতিদানের আলোচনা।
১৬৩-১৬৬	মুহাম্মদ ﷺ শেষ নবী ও রাসূল, ওহি প্রেরণ শুধু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছাধীন, নবী ও রাসূলগণের আলোচনা।
১৬৭-১৬৯	নবীজি ﷺ এর বিরোধীতা করা, তাঁকে অবিশ্বাস করা, তাঁর ওপর জুলুম করার একমাত্র প্রতিদান জাহান্নাম।
১৭০	আল্লাহ তাআলা এবং নবীজি ﷺ এর প্রতি বিশ্বাস করার জন্য মানবজাতির প্রতি আহ্বান এবং কুফরির পরিণাম।
১৭১-১৭২	দ্বীনের ব্যাপারে আহলে কিতাবদের বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি, ঈসা আ. আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত আকিদার বর্ণনা।
১৭৩-১৭৫	মুমিন বান্দাদের পুরস্কার, কাফেদের কাফেদের শাস্তি, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ, দ্বীনকে আঁকড়ে ধরে তার ওপর অটল অবিচল থাকা।
১৭৬	‘ কালালাহ’ এর উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টন পদ্ধতি।

تحقيق الكلمات و معانيها

১.**النَّاسُ**: {ن و س} [ج: الإِنْسَانُ]. **লোকসকল**‡

اتَّقُوا: (اِوْتَقِيُوْا: اِجْتَنِبُوا). **তোমরা সমীহ করো**

رَبٌّ: [فا، ج: رُبُوبٌ/أَرْبَابٌ، ن: الرَّبُّ/الرِبَابَةُ]. **রব**

خَلَقَ: [ن: الخَلْقُ: خَلَقَ اللهُ أَيْ أَبْدَعَ و أَنْشَأَ، خَلَقَ الكَلَامَ أَي صَنَعَهُ، ك: الخَلَاقَةُ، س: الخَلَقُ، بِلَاءُ الثَّوْبِ]. **তিনি সৃষ্টি করেছেন**

نَفْسٌ: [ج: أَنْفُسٌ]. **প্রাণ**

وَاحِدَةٌ: {أحد/وحد} [ج: ات]. **একই**

زَوْجٌ: [ج: أَزْوَاجٌ]. **স্ত্রী (জোড়া)**

بَثَّ: [ن: البَثُّ]. **ছড়িয়ে দিয়েছেন**

رِجَالٌ: [مف: رَجُلٌ]. **নর**

كَثِيرٌ: [ج: ون+كِثَارٌ، ك: الكَثْرَةُ، الزِيَادَةُ، ن: الكَثْرُ، الغَلَبَةُ]. **বহু**

النِّسَاءُ: {ن س أ} [مف: الاِمْرَأَةُ]. **নারী**

تَسَاءَلُونَ: [يَقَابَلُونَ]. **তোমরা একে অন্যের কাছে চেয়ে থাকো**

الْأَرْحَامُ: [مف: الرَحِمُ]. **আত্মীয়তার সম্পর্ক**

كَانَ: (كَوَنَ) [ن: الكَوْنُ/الكَيْنُونَةُ]. **তিনি হন**

رَقِيبٌ: [ج: رُقَبَاءُ، ن: الرقَابَةُ/الرَقْبُ/الرُقُوبُ] **পর্যবেক্ষণকারী**

الآيات والترجمة

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

১. হে লোকসকল! তোমরা সমীহ কর তোমাদের রবকে, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটিমাত্র প্রাণ হতে এবং তা থেকেই তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের দু'জন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু নর ও নারী। আর ভয় করো আল্লাহকে, যার দোহাই দিয়ে তোমরা একে অন্যের কাছে কিছু চেয়ে থাকো।[১] এবং (ভয় করো)[২] আত্মীয়তার সম্পর্ককে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর সর্বদা[৩] পর্যবেক্ষণকারী।

الفوائد والنقط

১.সূরা নিসায় ইসলামী সমাজব্যবস্থার নানা বিষয় সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। সমাজে বসবাস করতে গিয়ে একজন মুসলিম কীভাবে অন্যদের সাথে معاملة، معاشرة করবে তাই এ সূরার আলোচ্য বিষয়। যেহেতু সমাজে বিভিন্ন ধর্মের, বর্ণের মানুষ বসবাস করে তাই এখানে يا أيها الناس বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

এ সূরায় আলোচিত বিধিবিধান পালন করতে গিয়ে একজন বান্দাকে অনেক সময় নিজের স্বার্থ পরিত্যাগ করতে হয়। তাই واتقوا الله বলে বান্দাকে আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। (নাজমুদ দুরার ফি তানাসুবিল আয়াতি ওয়াস সুআর, খণ্ড-০১, পৃষ্ঠা: ২০৫-২০৬)

---

১. যেমন আমরা বলে থাকি- আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এটা আমাদের দিয়ে দাও'।

২. 'আরহাম' শব্দটি 'লফযে আল্লাহর' ওপর 'আতফ' হয়েছে। তাই এখানে 'ইত্তাকু' ধরে অনুবাদ করা হয়েছে।

৩. আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে 'কানা' শব্দটি অতীতের অর্থ প্রদান করে না। বরং 'দাওয়াম' তথা স্থায়ীত্বের অর্থ প্রদান করে। হামউল হাওয়ামে': ১/৪৩৮

আল্লামা ফখর আর রাযী রহ. বলেছেন, পুরুষকে তার দায়িত্ব পালনের জন্য মহিলার তুলনায় বেশি সময় বাইরে অবস্থান করতে হয়। ফলে সহজেই পুরুষের আধিক্য চোখে পড়ে। এজন্য আয়াতে পুরুষের জন্য আধিক্যের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলেও নারীদের ক্ষেত্রে তা উহ্য রাখা হয়েছে।

সাধারণত নিয়ম হলো, جمع التكسير এর صفة হিসেবে مؤنث এর শব্দ ব্যবহৃত হয়। তবে, رِجَالًا كَثِيرًا এর ক্ষেত্রে এমনটি হয়নি। কারণ, এখানে رجالا শব্দের শাব্দিক দিক বিবেচনায় না নিয়ে অর্থগত দিক বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। আর অর্থের দিক থেকে رجالا শব্দটি পুরুষবাচক। এখানে আরেকটি ব্যাখ্যা রয়েছে। كثيرا শব্দটি رجالا এর নয়, বরং উহ্য بثا এর صفة হয়েছে। এখানে بثا শব্দটি পূর্বের بث এর مصدر হয়ে مفعول مطلق হয়েছে।

আল্লাহ তাআলার নির্দেশ পালন করা এবং নিষেধ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে তাঁকে ভয় করাকে تقوى বলা হয়। যেহেতু এই আয়াত এবং সামনের আয়াতগুলোতে বিভিন্ন বিধান উল্লেখ করা হয়েছে, তাই এখানে خوف বা خشية ব্যবহার না করে اتقوا ব্যবহার করা হয়েছে।

المشكلات النحوية

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

আয়াত-০১. এখানে يا শব্দটি حرف النداء, এরপর أي শব্দটি منادى হয়েছে। ها টি تنبيه বা সতর্কতা বোঝানোর জন্য এসেছে। الناس শব্দটি أي থেকে بدل হয়েছে। حرف النداء এবং منادى মিলে نداء হয়েছে এবং এর পরবর্তী অংশ جواب النداء হয়েছে। نداء এবং جواب النداء মিলে جملة فعلية إنشائية হয়েছে।
الذي تساءلون به অংশটি اسم موصول ও তার صلة মিলে الله এর صفة হয়েছে। والأرحام অংশটি পূর্বের الله শব্দের ওপর عطف হয়ে معطوف হয়েছে। معطوف عليه এবং معطوف মিলে اتقوا এর مفعول به হয়েছে।

এক নজরে তারকিব সংশ্লিষ্ট কিছু নিয়ম:

নিয়ম হলো, نكرة এর পর متعلق আসলে সেটি صفة হবে। আর বাক্যের মধ্যে نكرة এর আগে যদি متعلق আসে তাহলে متعلق টি نكرة এর حال হবে। এই নিয়মটি সামনে আরো বহুবার আসবে। তাই এটি মনে রাখলে সামনের তারকিব সহজ হবে।
সাধারণত কয়েকটি শর্ত পাওয়া গেলে ظرف কে مفعول به ধরা হয়। শর্তগুলো হলো: ক. ظرف এর فعل টি فعل لازم হওয়া, متعدى হওয়া যাবে না। খ. ظرف টি ظرف المكان বা স্থানবাচক শব্দ হওয়া। গ. ظرف এর আগে في শব্দটি না থাকা।

নিয়ম:

সব ধরনের ضمير এর مرجع থাকে। তবে কিছু ضمير আছে যেগুলো উল্লেখ না করলে বাক্য শুদ্ধ হয় না। এদেরকে ضمير عائد বলে। ضمير عائد ব্যবহারের জায়গাগুলো হলো:
اسم موصول এর صلة তে এমন একটি ضمير থাকবে যেটি اسم موصول এর দিকে ফিরবে।
صفة যদি جملة হয় তাহলে তাতে এমন একটি ضمير থাকবে যেটি موصوف এর দিকে ফিরবে।

حال যদি جملة হয় তাহলে তাতে এমন একটি ضمير থাকতে হবে যেটি ذو الحال এর দিকে ফিরবে। خبر যদি جملة হয় তাহলে তাতেও এমন একটি ضمير থাকতে হবে যেটি مبتدأ এর দিকে ফিরবে। এই ضمير গুলোকে عائد বলা হয়। عائد যদি منصوب অথবা مجرور হয় তাহলে তা উহ্য রাখা বৈধ। ছাড়াও عائد উল্লেখ না করলে যদি বাক্যের অর্থ অস্পষ্ট হয়ে যায় তাহলে عائد উল্লেখ করা আবশ্যক।

اسم الإشارة পরিবর্তন হয় مشار إليه অনুযায়ী। আর حرف الخطاب পরিবর্তন হয় مخاطب বা শ্রোতা অনুযায়ী। উদাহরণ: أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشجرة অর্থ: আমি কি তোমাদের দুজনকে ঐ বৃক্ষটির কাছে যেতে নিষেধ করিনি? এখানে مخاطب বা শ্রোতা হলেন আদম আ. এবং হাওয়া আ.। যেহেতু শ্রোতা এখানে مثنى হয়েছে তাই حرف الخطاب হয়েছে كما. আর الشجرة শব্দটি مؤنث হওয়ার কারণে اسم الإشارة হয়েছে ت শব্দটি। অনুরূপ, ذلكم الله ربكم خالق كل شيء

নিয়ম: বাক্যের মাঝে نكرة এর পূর্বে متعلق আসলে সাধারণত متعلق টি তার পরের حال হয়ে থাকে। বাক্যের মাঝে অবস্থিত معرفة এর পরে متعلق বা جملة আসলে তা حال হয়।

নিয়ম: فعل এবং فاعل এর পর দুটি متعلق থাকলে প্রথমটি حال এবং দ্বিতীয়টি ذو الحال হয়।
উদাহরণ:وقفينا من بعده بالرسل অর্থ: আমি তার পর ধারাবহিকভাবে রাসূল পাঠিয়েছিলাম।

নিয়ম: فعل এর পর দুটি متعلق আসলে প্রথমটি فاعل এবং দ্বিতীয়টি صفة হয়। وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين অর্থ: এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদের কাছে এমন কোনো নিদর্শন আসে না, যা থেকে তারা মুখ ফেরায় না। (ইয়াসিন: ৪৬)

فقه الأيات وإرشادها

০১. কেউ মারা গেলে তার মীরাছে তার এতিম সন্তানদেরও অংশ থাকে। কিন্তু বয়স কম হওয়ার কারণে সে সম্পদ তাদের হাতে সোপর্দ করা হয় না; তাদের যারা অভিভাবক থাকে, যেমন চাচা, ভাই প্রমুখ তারা এতিম শিশু সাবালক না হওয়া পর্যন্ত তাদের অংশ আমানত হিসেবে নিজেদের হেফাজতে রাখে। এ আয়াতে সেই অভিভাবকদেরকে তিনটি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

(ক) এতিম শিশু যখন সাবালক হয়ে যায়, তখন বিশ্বস্ততার সাথে তাদের সে আমানত তাদের বুঝিয়ে দাও।

(খ) তোমরা এরূপ অবিশ্বস্ততার কাজ করো না যে, তারা তো তাদের পিতার মীরাছ হিসেবে ভালো ভালো জিনিস পেয়েছিল, আর তোমরা তা নিজেরা রেখে দিয়ে তার পরিবর্তে তাদেরকে মন্দ কিসিমের মাল দিয়ে দিলে।

(গ) এরূপ করো না যে, তাদের মাল নিজেদের মালের সাথে মিশিয়ে তার কিছু অংশ জেনেশুনে বা অবহেলাভরে নিজেরা ব্যবহার করলে।

تحقيق الكلمات و معانيها

(২) **آتُوا**: (أَأْتِيُ: أَكْرِمُوا). দাও দিয়ে

الْيَتَامَى: [مف: اليَتِيمُ]. এতিমদের

يُرِيدُ: (يُرِودُ: يُكْرِمُ). সে চায়

تَتَبَدَّلُوا: [تَتَقَبَّلُوا].তোমরা পরিবর্তন করো

الْخَبِيثُ: [صفة، ون/أَخْبَاثٌ/خُبُثٌ/خُبَثَاءُ/خَبَثَةٌ، ج: أَخَابِيثُ، مؤ: خَبِيثَةٌ: ج: ات/خَبَائِثُ]. মন্দ

طَيِّبٌ: (طَيِبٌ) [صفة، ض: الطِيبُ/الطِيبَةُ]. উত্তম

تَأْكُلُوا: [ن: الأَكْلُ]. তোমারা খাও

كَانَ: (كَوَنَ) [ن: الكَوْنُ/الكَيْنُونَةُ]. হবে

حُوبٌ: [إِثْمٌ-ج: لا، هَلَاكٌ- مف: أَحْوَبُ، ن: الحَوْبُ]. পাপ

كَبِيرٌ: [صفة، ج: كِبَارٌ/كُبَرَاءُ، كَبِيرَةٌ: ج: كَبَائِرُ، أَكْبَرُ: ج: أَكَابِرُ، ن: الكِبْرُ: الزِيَادَةُ فِي السِنّ، س/ك: الكِبَرُ/الكُبْرُ]. বড়

(৩) **خِفْتُمْ**: (خَوِفْتُمْ) [س: الخَوْفُ]. তোমরা আশঙ্কা করেছো

لا تُقْسِطُوا: [تُكْرِمُوا]. তোমরা ইনসাফ রক্ষা করো না

الْيَتَامَى: [مف: اليَتِيمُ]. এতিম

انْكِحُوا: [ف/ض: النِكَاحُ]. তোমরা বিয়ে করো

طَابَ: (طَوَبَ) [ض: الطِيبُ/الطِيبَةُ] মনঃপুত হয়েছে

النِّسَاءُ: {ن س أ} [مف: الاِمْرَأَةُ]. নারী

مَثْنَى: (مَثْيُنَى) [مذ+مؤ، ج: مَثَانٍ]. দুই দুই

ثُلَاثَ: [مذ+مؤ، ج: لا، ممنوعة الصرف]. তিন তিন

رُبَاعَ: [مذ+مؤ، ج: لا، ممنوعة الصرف] চার চার

لا تَعْدِلُوا: [ض: العَدْلُ: الإِنْصَافُ، العُدُولُ: التَجَنُّبُ من الجَوْرِ، ك: العَدَالَةُ/العُدُولَةُ: كَوْنُهُ مُنْصِفًا]. তোমরা সমতা রক্ষা করো না

وَاحِدَةً: {أحد/وحد} [ج: ات]. এক

مَلَكَ: [ض: المُلْكُ: مَلَكَ الشَيْءَ أَيْ اِسْتَولى عليه/مَلَكَ النَاسَ أَيْ صَارَ مَلِكًا عَلَيْهِمْ، المَلْكُ/المُلْكُ: مَلَكَ الأَمْرَ أَيْ قَدَرَ عَلَيه وتَحَكَّمَ فيه]. মালিক হয়েছে

أَيْمَانُ: [مف: يَمِينٌ]. ডান হাত

أَدْنَى: (أَدْنَوُ) [ن: الدُنُوُّ]. নিকটতম

لا تَعُولُوا: (تَعْوُلُوا) [ن: العَوْلُ/العِيَالَةُ]. তোমরা অবিচার করো না

(৪) **آتُوا**: (أَأْتِيُ: أَكْرِمُوا). তোমরা প্রদান করো

النِّسَاءَ: {ن س أ} [مف: الاِمْرَأَةُ]. স্ত্রী

صَدُقَاتٌ: [مف: صَدُقَةٌ]. মহর

نِحْلَةً: [ج: لا، عَطاءٌ وفَرْضٌ، ج: نِحَلٌ: مَذْهَبٌ وعَقِيْدَةٌ]. খুশি মনে

طِبْنَ: (طُبْنَ) [ض: الطِيبُ/الطِيبَةُ]. তারা খুশি হয়েছে

شَيْءٌ: [ج: أَشْيَاءُ]. কিছু অংশ

نَفْسٌ: [ج: نُفُوسٌ/أَنْفُسٌ]. নিজে

كُلُوا: (أُكْلُوا) [ن: الأَكْلُ]. তোমরা খাও

هَنِيئًا: [صفة، ك: الهَنَاءَةُ]. আনন্দের সাথে

مَرِيئًا: [صفة، ك: المَرَاءَةُ]. স্বাচ্ছন্দে

(৫) **لا تُؤْتُوا**: (تُؤْتِيُ:تُكْرِمُوا). তোমরা সোপর্দ কর না

السُّفَهَاءَ: [مف: السَفِيهُ]. অবুঝ

جَعَلَ: [ف: الجَعْلُ: جَعَلَ اللهُ الشَيْءَ أَيْ خَلَقَهُ وَأَنْشَأَهُ، س: الجَعَلُ: جَعَلَ المَاءُ أَيْ كَثُرَتْ فِيهِ الجعلان]. তিনি বানিয়েছেন

قِيَامًا: (قِوَامًا) [مف: قَائِمٌ]. অবলম্বন

ارْزُقُوا: [ن: الرَزْقُ].তোমরা অন্নের ব্যবস্থা করো

اكْسُوا: (اُكْسُوُوا) [ن: الكَسْوُ]. তোমরা বস্ত্রের ব্যবস্থা করো

(৬) **ابْتَلُوا**: (اِبْتَلِيُوا: اِجْتَنِبُوا). তোমরা পরীক্ষা করো

الْيَتَامَى: [مف: اليَتِيمُ]. এতিম

بَلَغُوا: [ن: البُلُوغُ/البَلَاغُ، ك: البَلَاغَة].তারা পৌঁছেছে

النِّكَاحَ: [ن/ض]. বিবাহ

آنَسْتُمْ: (أَأْنَسْتُمْ: أَكْرَمْتُمْ). তোমরা অনুভব করো

رُشْدًا: [ن]. বিচার জ্ঞান

ادْفَعُوا: [ف: الدَفْعُ]. তোমরা সোপর্দ করো

يُرِيدُ: (يُرِودُ: يُكْرِمُ). তিনি ইচ্ছা করেন
إِسْرَافٌ: [إِكْرَامٌ]. অপচয়
بِدَارٌ: [قِتَالٌ]. তাড়াহুড়া করা
يَكْبَرُونَ: [ن: الكِبْرُ: الزِيَادَةُ فِي السِنّ، س/ك: الكِبَرُ/الكُبْرُ]. তারা বড় হয়.
قُولُوا: (أُقْوُلُوا) [ن: القَوْلُ]. তোমরা কথা বল
مَعْرُوفٌ: [ض: المَعْرِفَةُ/العِرْفَان، الإدراك، ك: العَرْفُ، صَيْرُرَتُهُ عَرِيفا]. সৌজন্য মূলক
كَانَ: (كَوَنَ) [ن: الكَوْنُ/الكَيْنُونَةُ]. হয়
غَنِيٌّ: [ج: أَغْنِيَاءُ]. স্বচ্ছল
لِيَسْتَعْفِفْ: (يَسْتَنْصِرُ). সে যেন পবিত্র থাকে

فَقِيرٌ: [ج: فُقَرَاءُ]. দরিদ্র
لِيَأْكُلْ: [أمر للغائب، ن: الأَكْلُ]. সে যেন ভোগ করে
مَعْرُوفٌ: [ض: المَعْرِفَةُ/العِرْفَان، الإدراك، ك: العَرْفُ، صَيْرُرَتُهُ عَرِيفا]. ন্যায়সঙ্গতভাবে
دَفَعْتُمْ: [ف: الدَفْعُ]. তোমরা সোপর্দ করেছো
يُرِيدُ: (يُرِودُ: يُكْرِمُ). সে ইচ্ছা করে
أَشْهِدُوا: [أَكْرِمُوا]. তোমরা সাক্ষি রাখো
كَفَى: (كَفَيَ) [ض: الكِفَايَةُ]. যথেষ্ট হয়েছে
حَسِيبٌ: [ج: حُسَبَاءُ، س/ض: الحِسْبَانُ: الظَنُّ، ن: الحَسْبُ: العَدُّ]. হিসাব গ্রস্থহণকারী.

الآيات والترجمة

وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (٢) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (٣) وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤) وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥) وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا (٦)

২. এতিমদেরকে তাদের সম্পদ দিয়ে দাও। আর মন্দ জিনিসকে ভালো জিনিস দ্বারা বদল করো না।[৪] আর নিজেদের সম্পদের সাথে তাদের সম্পদকে (একাকার করে)[৫] গ্রাস করো না।[৬] নিঃসন্দেহে তা জঘন্য পাপ।

৩. আর তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, এতিম মেয়েদের ব্যাপারে তোমরা ইনসাফ রক্ষা করতে পারবে না,[৭] তবে তোমরা বিবাহ কর (এতীমভিন্ন অন্য) নারীদের মধ্যে যে তোমাদের মনঃপুত হয়, দুই-দুইজন, তিন-

৪. অর্থাৎ নিজের মন্দ মাল এতিমকে দিয়ে তার পরিবর্তে এতিমের ভালো মাল গ্রহণ করো না।

৫. أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ এখানে منضمة এই শব্দটি উহ্য ধরা হয়েছে। তাই এখানে 'একাকার' অনুবাদ করা হয়েছে।

৬. এতিমদের দায়িত্বশীলদের জন্য এই অনুমতি আছে যে, এতীমদের একান্নভুক্ত রাখবে। কিন্তু শর্ত এই যে, এই একান্নভুক্তির বাহানায় এতীমদের সম্পদ যেন গ্রাস করা না হয়। এতীমের সম্পদ থেকে যতটুকু তার প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি গ্রহণ করা যাবে না।

৭. গাইরে মাহরাম কেউ যখন কোনো এতীম মেয়ের অভিভাকত্ব লাভ করে, তখন সেই অভিভাবকের জন্য মেয়েটিকে বিবাহ করার বৈধতা রয়েছে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, সেই অভিভাবক মেয়েটিকে খুবই স্বল্প মহরে বিয়ে করে নিচ্ছে। আবার অনেক সময় মেয়েটি তার কাছে আকর্ষণীয় না হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র মেয়েটির সম্পদের লোভে বিয়ে করছে। ফলে মৌলিকভাবে মেয়েটির প্রতি আকর্ষণ না থাকার কারণে বিবাহ-পরবর্তী হকসমূহ আদায় করার ক্ষেত্রে অনেক ত্রুটি করা হতো। তাই আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, এতিম মেয়েদের ব্যাপারে তোমরা ইনসাফ রক্ষা করতে পারবে না, অর্থাৎ এতিম মেয়েদেরকে বিবাহ করে তাদের প্রতি পূর্ণ খেয়াল রাখতে পারবে না, পরিপূর্ণ স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারবে না এবং বিবাহের হক যথাযথ আদায় করতে পারবে না- তাহলে তোমাদের পছন্দের অন্য কাউকে বিবাহ কর। সম্পদের লোভে কিংবা স্বল্প মহরের সুবিধার স্বার্থে এতীমকে বিবাহ করে তার সাথে অবিচার করো না। সহীহ বুখারী: ২৪৯৪